৩২

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

নিরক্ষরতা মোচনে সমন্বিত চেষ্টা

জার্মানীর হামবুর্গে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে মূল ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বকে একটা নিরক্ষরতা মুক্ত গ্রহ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৮ দফা দাবী পেশ করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈষম্যের অন্যতম প্রধান কারণ এসব দেশের মধ্যে শিক্ষার হারের ও মানের তারতম্য। উন্নত দেশগুলিতে শতকরা ১০০ ভাগ মানুষ শিক্ষিত। পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার মানুষও শিক্ষায় এগিয়ে গেছে। সে তুলনায় দক্ষিণ এশিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষার হার ৪৮%। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণার এই নতুন যুগে জনগণের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে তার সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমন্বিত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক হামবুর্গের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বয়স্ক শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ধারাবাহিকতা হিসাবে চিত্রিত করেন। বিপুল করতালির মাধ্যমে সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দিত করা হয়। শেখ হাসিনা প্রথম বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে বলেন, ৫০ বছর আগের ওই সম্মেলনে বয়স্ক শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, তার সরকার এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করতে সক্ষম হবে।

দেশকে দ্রুত নিরক্ষরতা মুক্ত করতে চাইলে বয়স্কদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় আমাদের নিরক্ষরতা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য আরো দু–তিন প্রজন্ম অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের দেশে দারিদ্র্য শিক্ষার পথে বাধা–একথা আমরা জানি। এ জন্য অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না। ড্রপ আউটের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য সরকার এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সহযোগিতায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও যারা নিরক্ষর থেকে যায় তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও যাতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। দেশকে উন্নত এবং আধুনিক বিশ্বের সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটা পরিপূর্ণ শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক এবং উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সংযোগ রক্ষার কথা বলেন। তিনি শিক্ষা, দক্ষতা, উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধিকারী কার্যক্রম ও ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচীর বিভিন্ন প্রকল্পে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, অনেক দেশেই বয়স্ক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ছাড়িয়ে যায়।

বাংলাদেশেও বয়স্ক শিক্ষা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর হামবুর্গ সেমিনারে যোগদান ও তার বক্তব্য এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়। বস্তুত, সরকারী–বেসরকারী উদ্যোগে এবং সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী সফল করে তুলতে হবে।